লীলা নাগ

সেলিনা হোসেন

লীলা নাগ এই উপমহাদেশে নারী জাগরণকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সমাজের অংশটিকে মূলধারায় এন আলোকিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আমৃত্যু তাঁর চেষ্টা ছিল ক্লান্তিহীন।
লীলা নাগ ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর অক্টোবর আসামের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানার পাঁচগাঁও গ্রামে। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র নাগ। মাতা কৃষ্ণলতা নাগ।
লীলা নাগের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় বিহারের দেওঘরের একটি স্কুলেএথকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা ইডেন হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ১৫ টাকা পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর আই, এ পড়ার জন্র কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি। ১৯১৯ সালে আই, এ পাশ করেন। ১৯২১ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি, এ পরীক্ষায় ছাত্রীদের প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ একশ টাকা পুরস্কার পান। সেই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই বিশ্ববিদ্যারয়ে ভর্তি চান । কিন্তু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন না থাকায় কতৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু শৈশব থেকেই লীরা নাগের চরিত্রের ভিত্তি ছিল অন্যরকম। তিনি সাহসী, দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী নারী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে তিনি সরাসরি ভাইস চ্যান্সেলর ও চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর দৃঢ়তা দেখে ভাইস চ্যান্সেলর ড. হার্টগ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেন। তিনি ১৯২৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী তাঁর অনমনীয় মনোভাব এবং দৃঢ়তার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার পথ খুলে যায়।
তিনি দুটো লক্ষ্যকে নিজের জীবনে ধারণ করেছিরেন। ১. বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করা; ২. নারী জাগরণের পাশাপাশি আর্ত-মানবতার সেবার ব্রত গ্রহণ করা। ১৯২১ সালে ছাত্রী তাকার সময়ই তিনি নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটির সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে ‘ শ্রী সংঘ’ নামের বিপ্লপী দলে যোগদআন করেন এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এরপর নানা ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডে ক্রমাগত অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং সমিতি গঠন করেন। ১৯২৬ সালে নারী মুক্তির লক্ষ্যে ‘ দীপালি সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের উদ্যোগে নারী-শিক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যারয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় দীপালি সংঘের সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। তিনি লীলা নাগকে শান্তিনিকেতনের কাজে যুক্ত হতে বলেছিরেণ। তিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। ১৯২৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘ নারী শিক্ষা মন্দির’ স্কুল। এই স্কুলটি বর্তমানে শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় নামে প্রচলিত। নারী শিক্ষা মন্দির সাধারণ প্রথাগত স্কুল ছিল না। এখানে বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষার আলাদা বিভাগ চালু ছিলো। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এসব বিষয় চালু করে তিনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।
১৯৩০ সালে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ‘ মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি’র উদ্যোগে ঢাকায় নারীরা গান্ধীজীর লবন সত্যাগ্রহ আন্তোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য তিনি ১৯৩১ সালে ২০ ডিসেম্বর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইনে গ্রেফতার হন।
লীরঅ নাগের আর একটি অসাধারণ উদ্যোগ ‘ জয়শ্রী’ পত্রিতকা প্রকাশ।১৯৩১ সালের মে মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকাই বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সম্পাদিত ও মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা। এই পত্রিকা সম্পর্কে লীলা নাগ লিখেছিলেন ‘ বাংলার মহিলাদের মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা এই পর্যন্ত ছিলো না। এই অভাব দূর করার প্রয়াসে জয়শ্রী প্রকামিত হলো। এ পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৩৫ সালের প্রথম দিকে সরকার পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ‘ জয়শ্রী’ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে পত্র লেখেন।
১৯৪১ সালে লীলা নাগের চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বৃটিশ সরকার । তাঁদের চোখে লীলা নাগ ছিলেন একজন বিপজ্জনক নারী, যিনি ব্রটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৬ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলার সাধারণ আসন থেকে ভারতে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি তাঁর স্বামী অনিল রায়সহ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন।
লীলা নাগ ১৭ বছর বয়সে তাঁর বাবাকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘ আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লেঅকেরও উপকার করতে পারতো তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি বলছি এ আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা।’
১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সেরিব্রেল আক্রমণে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। প্রায় আড়াই বচর একটানা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থেকে ১৯৭০ সালের ১১ জুন মৃত্যুবরণ করেন।